www.printo.it/pediatric-rheumatology/BD/intro

# বেচেট রোগ

বিবরণ 2016

## রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা

প্রাথমিকভাবে রোগ নির্ণয় হচ্ছে রোগশয্যাসমন্ধীয়।
ইহা আন্তর্জাতিক মানদন্ড পূর্ন করার জন্য এক হতে পাঁচ বছর সময় লাগতে পারে। এই মানদন্ডের জন্য মুখের ঘা থাকতে হলে এবং এর সাথে নিচের উপসর্গগুলোর যে কোন দুইটি থাকতে হবে। যা হচ্ছে যৌনাঙ্গে আঘাত, চামড়ায় আঘাত, ইতিবাচক প্যাথারজি পরীক্সা অথবা চোখ আক্রান্ত হওয়া। রোগ নির্ণয় করার জন্য সাধারনত তিন বছর সময় লাগতে পারে।
এখানে এই রোগ ধরার জন্য কোনো নির্দিষ্ট গবেষনাগার পরীক্ষা নেই। আনুমনিক অর্ধেক বাচ্চাদের ক্ষেত্রে এইচ এল এ ৫ এর বংশানুক্রমিক বাহক হওয়ার প্রবনতা আছে এবং তা মহাগুরুতর রোগের সাথে জড়িত।
উপরে বলা হয়েছে যে, প্যাথারজি চামড়ায় পরীক্ষা ৬০-৭০ ভাগ রোগীর ক্ষেত্রে ইতিবাচক। যা হোক, কিছু কিছু জাতির ক্ষেত্রে তার হার কম। রক্তনালী এবং স্নায়ুতন্ত্রের আক্রান্ত হওয়া নির্ণয় করায় জন্য রক্তনালী এবং মস্তিষ্কের নির্দিষ্ট ইমেজিং দরকার।
যেহেতু বেচেট রোগ বহুতন্ত্রের রোগ তাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞ, চামড়ার রোগের বিশেষজ্ঞ এবং স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ সাহায্য করে থাকে।

## প্যাথারজি পরীক্ষা গুরুত্ব কি?

রোগ নির্ণয় করার জন্য প্যাথারজী পরীক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বেচেট রোগের আন্তর্জাতিক গবেষনা দল শ্রেনীবিন্যাস মানদন্ডের মধ্যে এই পরীক্ষা অন্তভূক্ত করা হয়েছে। অগ্রবাহুর ভিতরের চামড়ায় জীবানুমুক্ত সুব দ্বারা তিনটি ফুটো করা হয়। ইহা খুব অল্প আঘাত করে এবং ২৪-৪৮ ঘন্টার মধ্যে প্রতিক্রিয়া দেখা হয়। চামড়ায় যে জায়গা হতে রক্ত টানা হয় অথবা শল্য চিকিৎসা করা হয় সে জায়গায় বেশী বেশী প্রতিক্রিয়া দেখা যেতে পারে। সেজন্য বেচেট রোগীদের ক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় ইন্টারভেনশন অথবা মধ্যবর্ত্তিতা পরিহার করা হয়।
কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয় অন্য রোগ বাদ দেওয়ার জন্য কিছু বেচেট রোগের কোনো নির্দিষ্ট গবেষনাগার পরীক্ষা নেই। সাধারনত পরীক্ষা করলে দেখা যায় প্রদাহ কিছুটা বেশী। মাঝারি রক্তশূন্যতা এবং বেশী পরিমানে শ্বেতরক্তকনিকা দেখা যেতে পারে। এই পরীক্ষাগুলো পুনরায় করার দরকার নেই, যদি না রোগীকে রোগের অবস্থা এবং ঔষধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য পর্যবেক্ষন করা হয়।
অনেকগুলো ইমেজিং কৌশল বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় যাদের রক্তনালী এবং য়ুতন্ত্র আক্রান্ত

ইহার কি চিকিৎসা আছে অথবা নিরাময়যোগ্য।
রোগটি লাঘব হতে পারে, কিন্তু আকার এর ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হতে পারে। ইহা নিয়ন্ত্রন করা যাবে কিন্তু নিরাময় করা যাবে না।

কি কি চিকিৎসা আছে ?
নির্দিষ্ট কোন চিকিৎসা নেই কারন রোগের কারন অজানা। ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ আক্রান্ত হওয়ার জন্য ভিন্ন ভিন্ন চিকিৎসা দরকার। কিছু কিছু রোগীর ক্ষেত্রে কোনো চিকিৎসার দরকার নেই। অন্য প্রান্তে দেখা যায়, যেসব রোগীর চোখ য়ু এবং রক্তনালী আক্রান্ত তাদের সমন্বিত চিকিৎসার প্রয়োজন। মোটামুটি চিকিৎসার সব তথ্য উপাত্ত বড়দের উপর প্রয়োগ করা গবেষেনা হতে নেওয়া প্রধান প্রধান ঔষধ নিচে দেওয়া হলো।
[illegible] : এই ঔষধ প্রত্যেকে রোগীর ক্ষেত্রে দেয়া হয়, কিছু সাম্প্রতিক গবেষেনায় দেখা গেছে যে, এই ঔষধটি গিড়া/সন্ধি সমস্যা এবং ইরাইথেমা নোডোসাম এবং মুখের ঘা কমানোর জন্য বেশী কার্যকর।
[illegible] প্রদাহ প্রতিহত করার জন্য কর্টিকোস্টেরয়েড খুবই কার্যকর। যাদের চোখ, য়ুতন্ত্র এবং রক্তনালী আক্রান্ত হয়েছে পেদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ (দেয়া হয়, সাধারনত বেশী পরিমানে (১-২ মিলিগ্রাম/কেজি/প্রতিদিন) ইহা শিরাপথে অনেকে বেশী পরিমানে (৩০ মিলি/কেজি/প্রতিদিন একদিন বাদে পরপর ৩ দিন) ও দেয়া যেতে পারে যদি তাৎক্ষনিক ফলাফল এর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুখের ঘা এবং চোখের রোগের জন্য স্থানীয়ভাবে কর্টিকোস্টেরয়েড ব্যবহার করা হয়।
[illegible] গুরুতর রোগের জন্য এই ঔষধ ব্যবহৃত হয়, বিশেষভাবে চোখ এবং গুরুত্বপূর্ন অঙ্গ অথবা রক্তনালী আক্রান্ত হলে, তার হল এযাথায়োপ্রিন, সাইক্লোস্পোরিন এ এবং সাইক্লোফসফামাইড
[illegible] উপরের উভয় চিকিৎসা রক্তনালী আক্রান্ত হয়েছে এমন রোগীদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সম্ভবত এসপিরিন ই যথেষ্ট এই উদ্দেশ্যের জন্য।
[illegible] এই নতুন ঔষধটি রোগটির কিছু নির্দিষ্ট উপসর্গের জন্য ব্যবহৃত হয়।
[illegible] এই ঔষধটি কিছু কিছু কেন্দ্রে মুখের বড় ঘায়ের জন্য ব্যবহার করে।
মুখের ঘা এবং যৌনাঙ্গের ঘায়ের জন্য স্থানীয় চিকিৎসা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেচেট রোগের চিকিৎসা এবং পরবর্তী নিয়মিত সাক্ষাতের জন্য দলগত আদর্শ দরকার। পেডিয়াট্রিক (শিশু) রিউমাটোলজিস্টের (বাতরোগ বিশেষেঞ্জ) সাথে চক্ষু বিশেষেঞ্জ এবং রক্তরোগ বিশেষেঞ্জকে দলে রাখতে হবে। রোগী এবং রোগীর পরিবারকে চিকিৎসক এবং চিকিৎসাধীন কেন্দ্রের সাথে সার্বক্ষনিক যোগাযোগ করতে হবে।

ঔষধের পর্শ প্রতিক্রিয়া কি কি আছে ?
KjwPwKb Gi cÖavb c¦vk© cÖwZwµqv n‡"Q Wvqwiqv/ D`ivgq| G Qvov G Jla †k¦Z ev AbyPwµKv Kwg‡q w`‡Z cv‡i| G Jla ¯úvg© †Kv‡li msL¨v Kwg‡q w`‡Z cv‡i| wKš' G †iv‡M †h gvÎvi KjwPwKb e¨eüZ nq Zv eo †e`bv mgm¨vi m„wó Ki‡e bv, ¯úvm© †Kv‡li msL¨v ¯^vfvweK n‡q hv‡e hLb Jla Gi gvÎv Kgv‡bv n‡e A_ev wPwKrmv eÜ Kiv n‡e|
কর্টিকোস্টেরয়েড সবচাইতে প্রদাহ নিয়ন্ত্রনকারী ঔষধ কিন্তু তাদের ব্যবহার নিয়ন্ত্রিত, কারন বহু দিন ব্যবহারে তারা কিছু গুরুতর পার্শপ্রতিক্রিয়া করে, যেমন-ডায়াবেটিস মেলাইটাস, হাইপারটেনশন, ওস্টিওপেরোসিস (হাড় ক্ষয়) ক্যাটারাক্ট বা চোখের ছানি এবং শারীরিক বৃদ্ধি প্রতিহিত করা । যাদের ক্ষেত্রে এই ঔষধ ব্যবহৃত হবে তারা দিনে

একবার সকাল বেলা নিবে। এই ঔষধ বেশীদিন প্রয়োগ করা হলে তার সাথে ক্যালসিয়াম জাতীয় ঔষধ সেবন করতে হবে।
ইমিউনোসাপ্রেমিত ঔষধ এর মধ্যে এযথোয়োপ্রিম লিভারের জন্য ক্ষতিকর হাতে গায়ে, রক্তের কোষ সংখ্যা কমিয়ে দিতে গায়ে এবং প্রদাহের সম্ভাবনা বাড়িয়ে দিতে পারে। সাইক্লোস্পোরিন এ বৃক্কের জন্য ক্ষতিকর, কিন্তু ইহা রক্তনালীর চাপ বা শরীওে অবাঞ্ছিত লোম বাড়িয়ে দিতে গায়ে এবং মাড়ির সমস্যা তৈরি করে। সাইক্লো ফসফাসাইড অস্থিসজ্জাকে নিমজ্জিত করে এবং মূত্রনালীর সমস্যা করে। বহুদিন ব্যবহার করলে নিয়মিত মাসিক ব্যাহত করে এবং বন্ধাত্বে তৈরি করে। যে সকল রোগী ইস্টিনোসাপ্রেসিভ ঔষধ দিয়ে চিকিৎসা পায় তাদেরকে খুব কাছ থেকে অনুসরন করতে হবে এবং প্রতি এক বা দুই মাসে রক্ত এবং মূত্র পরীক্ষা করা উচিত।
এন্টি টিএন এক ঔষধ এবং বায়োলজিক ঔষধ ও অধিক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে প্রতিরোধী রোগের ক্ষেত্রে। এই ঔষধ প্রদাহের পুনরাবৃত্তি বাড়িয়ে দেয়।

কতদিন ধরে চিকিৎসা নিতে হবে ?
এই প্রশ্নের কোনো উপযুক্ত উত্তর নেই। সাধারনত ইসিডনোসাপ্রেসিভ ঔষধ ন্যুনতম দুই বছর পর বন্ধ করা হয় অথবা রোগী যদি দুই বছর রোগমুক্ত থাকে। যাইহোক, যেসব বাচ্চাদের চোখ এবং রক্তনালী আক্রান্ত হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণ রোগমুক্তি বিধি এবং সেজন্য চিকিৎসা বহুদিন চালাতে হবে। ঐক্ষেত্রে ঔষধ এবং ঔষধের মাত্রা রোগী উপসর্গঃ দেখে নির্ধারন করতে হবে।

অসাধারন অথবা পরিপূরক চিকিৎসা কি?
এখানে অনেক অসাধারন এবং পরিপূরক চিকিৎসা প্রচলিত আছে এবং তা রোগী এবং তার পরিবারকে সংশয় এর মাঝে ফেলে দেয়। এই চিকিৎসাগুলো নেওয়ার পূর্বে খুব ভালভাবে এর ঝুকি এবং উপকার সম্পর্কে চিন্তা করতে হবে কারন এর দ্বারা প্রমানিত উপকার খুবই কম এবং যা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং বাচ্চার জন্য বোঝা। যদি তুমি অসাধারন এবং পরিপূরক চিকিৎসার জন্য আগ্রহী হও তাহলে তোমার শিশু বাতরোগ বিশেষজ্ঞের সাথে আলোচনা করো। কিছু চিকিৎসা প্রচলিত ঔষধ এর সাথে বিক্রিয়া করতে পারে। আপনি যদি চিকিৎসকের উপদেশ মেনে চলেন, তাহলে বেশীর ভাগ চিকিৎসক অন্য বিকল্প চিকিৎসার ব্যাপারে দ্বিমত পোষন করবে না। ইহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে, চিকিৎসকের দেয়া ঔষধগুলি কোনক্রমে বন্ধ না করা। যখন ঔষধ রোগ নিয়ন্ত্রনের জন্য দরকারী, কখন ঔষধ বন্ধ করা খুবই বিপদজনক যদি রোগটি সচল থাকে। দয়া করে বাচ্চার ডাক্তারের সাথে ঔষধ সমন্ধে আলোচনা করবেন।

কি ধরনের পর্যাযক্রমিক চেক আপ প্রয়োজনীয় ?
রোগের বর্তমান অবস্থা এবং চিকিৎসা পর্যবেক্ষনের পর্যায়ক্রম চেক আপ প্রয়োজন, বিশেষ করে ঐসকল বাচ্চাদের যাদের চোখের প্রদাহ রয়েছে। একজন চক্ষু বিশেষজ্ঞ যিনি ইউভাইটিস চিকিৎসার জন্য অভিজ্ঞ তাকে দিয়ে চোখ পরীক্ষা করাতে হবে। চেক আপের সংখ্যা নির্ভর করবে রোগের বর্তমান অবস্থা এবং কি ধরনের ঔষধ ব্যবহার করা হচ্ছে তার উপর।

কত দিন রোগটি থাকবে ?
সাধারনত রোগের ধারা অন্তভূক্তি করে রোগমুক্ত সময় এবং রোগের ব্যাপকতা। সামগ্রিক রোগের কার্যক্রম

সময়ের সাথে কমে যায়।

এই রোগের দীর্ঘমেয়াদী আরোগ্য সম্ভাবনা কি?
বেচেট রোগের বাচ্চাদের দীর্ঘমেয়াদী অনুসরনের ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ত তথ্য রয়েছে। যেসব তথ্য উপাত্ত রয়েছে, তা থেকে আমরা জানতে পারি যে, অনেক বেচেট রোগীর কোন চিকিৎসার প্রয়োজন হয় না। যা হোক যেসকল বাচ্চার চোখ, ¯œায়ু এবং রক্তনালী আক্রান্ত হয়েছে তাকে বিশেষায়িত চিকিৎসক এবং অনুসরনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কিছু বিরল ক্ষেত্রে, বেচেট রোগ প্রানঘাতী হতে পারে, প্রাথমিকভাবে যদি রক্তনালী আক্রান্ত হয়, গুরুতরভাবে য়ুতন্ত্র আক্রান্ত হয় এবং খাদ্যনালীতে ঘা হয় এবং খাদ্যনালী ফুটো হয়ে যায়। প্রানঘাতী বেচেট রোগ কিছু নির্দিষ্ট জাতির রোগীর ক্ষেত্রে দেখা যায় যেমন-জাপানীস)। মৃত্যুও প্রধান কারন হল চোখের রোগ, যা খুবই গুরুতর হতে পারে। বাচ্চার বৃদ্ধি ব্যাহত হতে পারে, বিশেষভাবে স্টেরয়েড ঔষধ এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য।

পরিপূর্ণ ভাবে সুস্থ হওয়া সম্ভব কি?
হালকা রোগের বাচ্চারা সুস্থ হতে পারে, কিন্তু বেশী ভাগ শিশুর ক্ষেত্রে লম্বা সময় ধরে রোগযুক্ত থাকার পর রোগের ব্যাপকতা পরিলক্ষিত হয়।